CHILDREN'S BOOK TRUST · NEW DELHI
সি বি টি প্রকাশন

কিট্টি ঘুড়ি

কাবেরী ভট্ট



কিট্টি ঘুড়ি সি বি টি এবং ইউনিসেফ্-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৯৮৫ তে আয়োজিত শিশু সাহিত্যিকদের প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়েছিল। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল–ছেলে আর মেয়ে দুজনেই সমান।

সি বি টি দ্বারা প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বই–ওয়ান্স আপন্ এ ফরেস্ট ও দি কুক্কু ক্লক (ইংরেজী ও হিন্দি)।

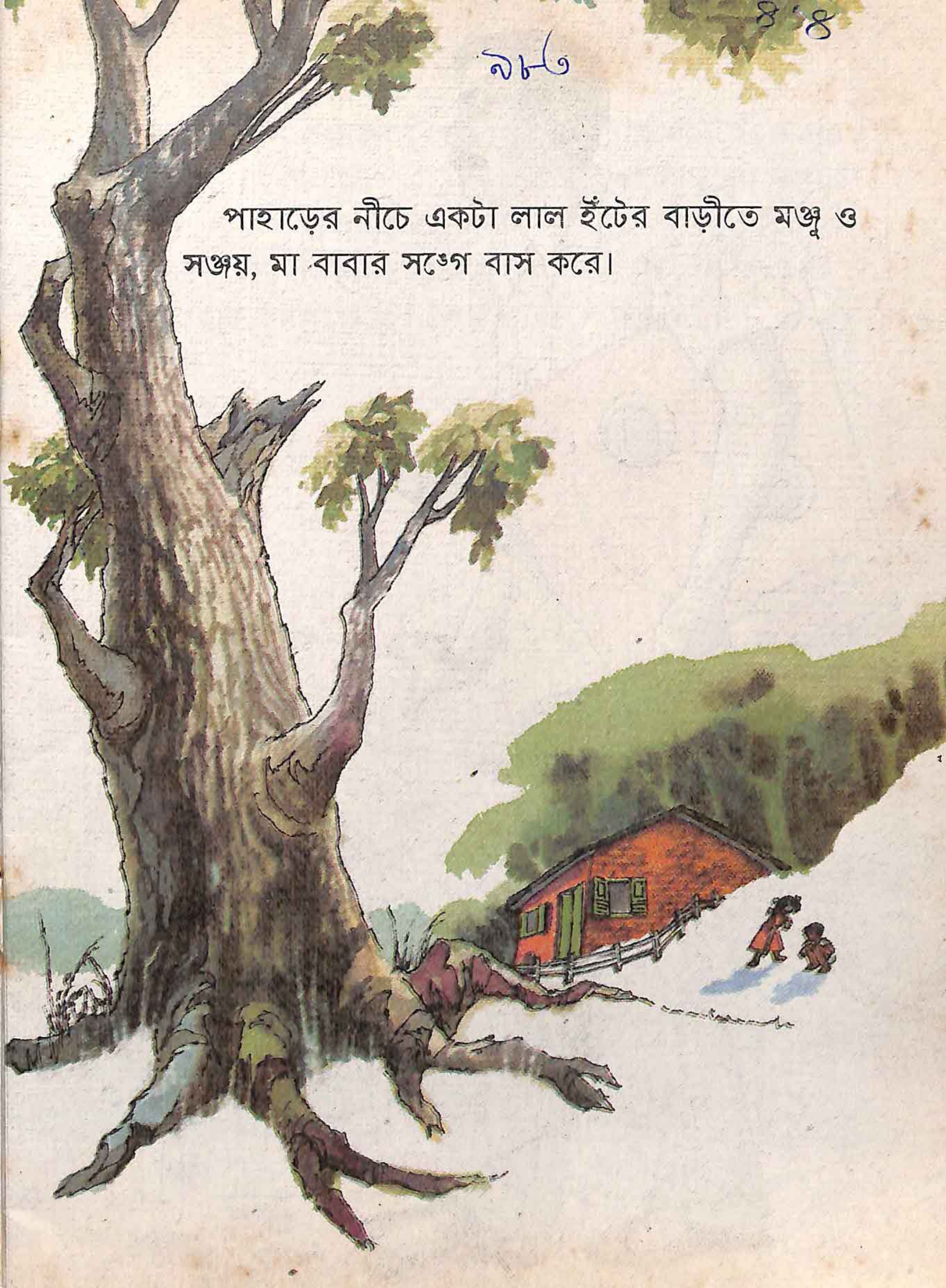


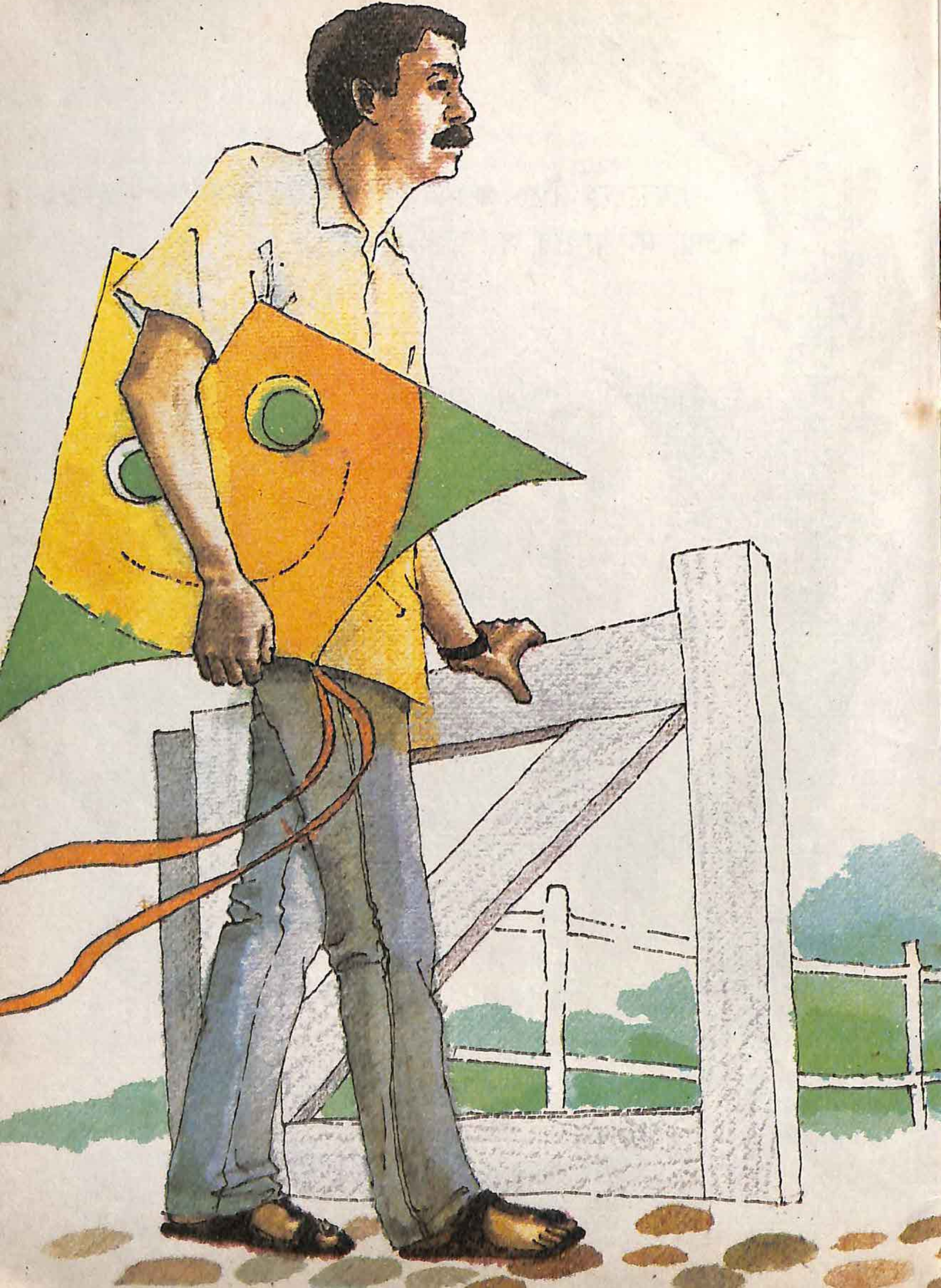
KITTY GHURI

ছবি ঃ সুযশা দাশগুপ্ত
অনুবাদ ঃ লক্ষ্মী ঘোষ

ISBN 81-7011-413-6

পাহাড়ের নীচে একটা লাল ইঁটের বাড়ীতে মঞ্জু ও সঞ্জয়, মা বাবার সঙ্গে বাস করে।





একদিন সকালে বেশ ঝলমলে রোদ উঠেছে। মঞ্জুর বাবা বাইরে থেকে বাড়ী ফিরছেন। হঠাৎ মঞ্জুর নজরে পড়ল ওর বাবার হাতে হলুদ ও সবুজ রঙের বিরাট একটা বড় জিনিষ। প্রায় মঞ্জুর মতই বড়, কিন্তু তার আবার কমলা রঙের লেজ বাতাসে উড়ছে।



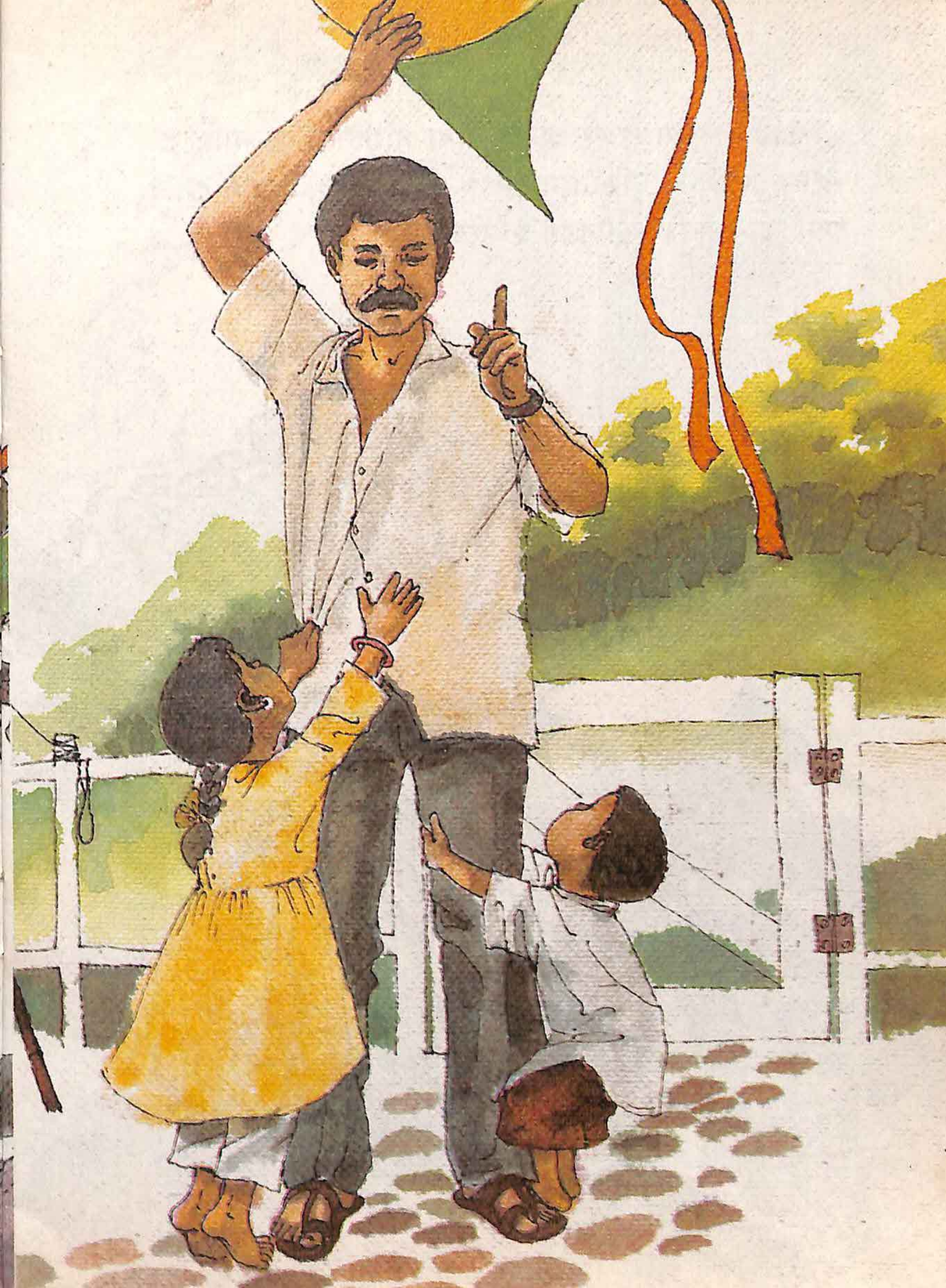
"আরে ঘুড়ি! ঘুড়ি!" বলতে বলতে মঞ্জু ও সঞ্জয় দরজা দিয়ে ছুটে এল। তারা দুজনেই বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

"এটা আমার জন্য," মঞ্জু বলল।

"না, এটা আমার জন্য," সঞ্জয় বলে উঠল।

ঘুড়িটা তুলে ধরে বাবা হাসতে হাসতে বললেন, "এটা তোমাদের দুজনের জন্যই। ঝগড়া বন্ধ কর, দুজনেই উড়াবে।"





তারা দুজনে শান্ত হ'লে বাবা ঘুড়িটা নীচে নামিয়ে ওদের দিলেন। ঘুড়িটাকে দেখে মঞ্জুর মনে হচ্ছিল সেটা যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।





"সঞ্জয়, লাটাইটা আন। তাড়াতাড়ি কর," মঞ্জু বলে উঠল। এই সুন্দর সকালের একটু সময়ও তারা নষ্ট করতে চায় না। ওরা দুজনে ঘুড়িটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেল।



মঞ্জু ঘুড়িটা খুব সাবধানে উঁচুতে তুলে ধরল আর সঞ্জয় ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধা লাটাইটা নিয়ে পিছনে দৌড়তে থাকল।

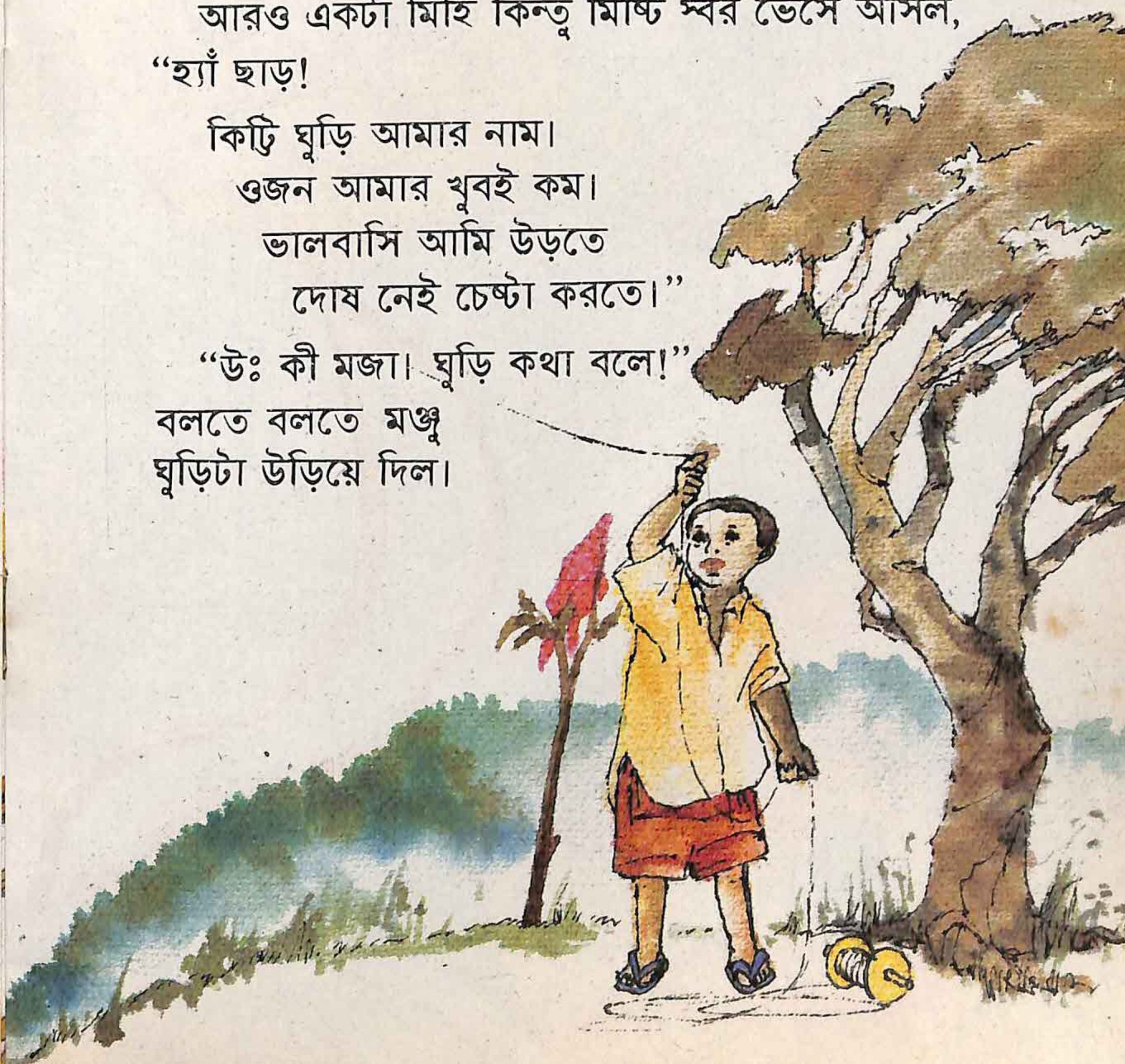
মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল, "এবার ছাড়ি ?"

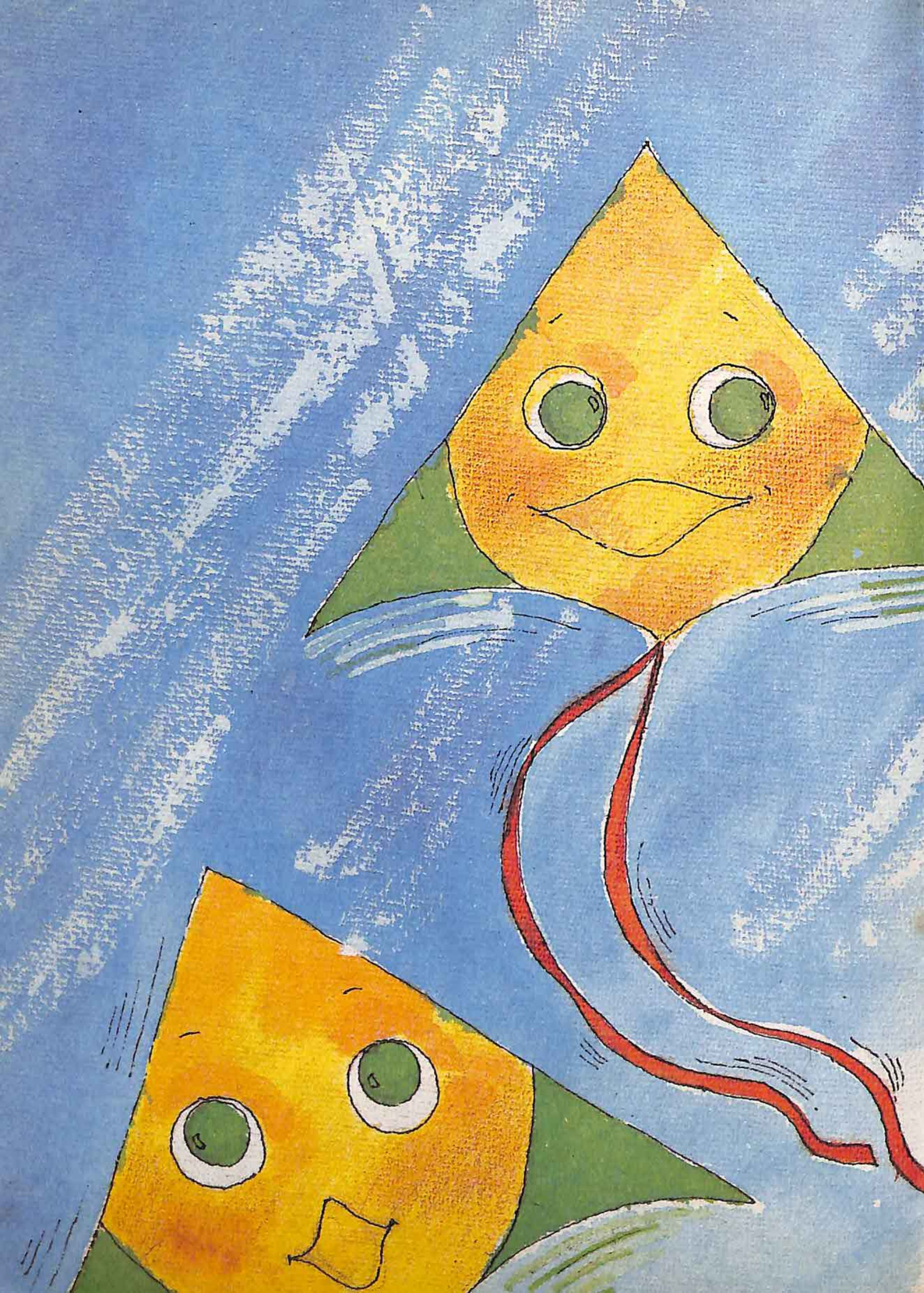
সঞ্জয় উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

আরও একটা মিহি কিন্তু মিষ্টি স্বর ভেসে আসল, "হ্যাঁ ছাড়!

কিট্টি ঘুড়ি আমার নাম।
ওজন আমার খুবই কম।
ভালবাসি আমি উড়তে
দোষ নেই চেষ্টা করতে।"

"উঃ কী মজা। ঘুড়ি কথা বলে!" বলতে বলতে মঞ্জু ঘুড়িটা উড়িয়ে দিল।

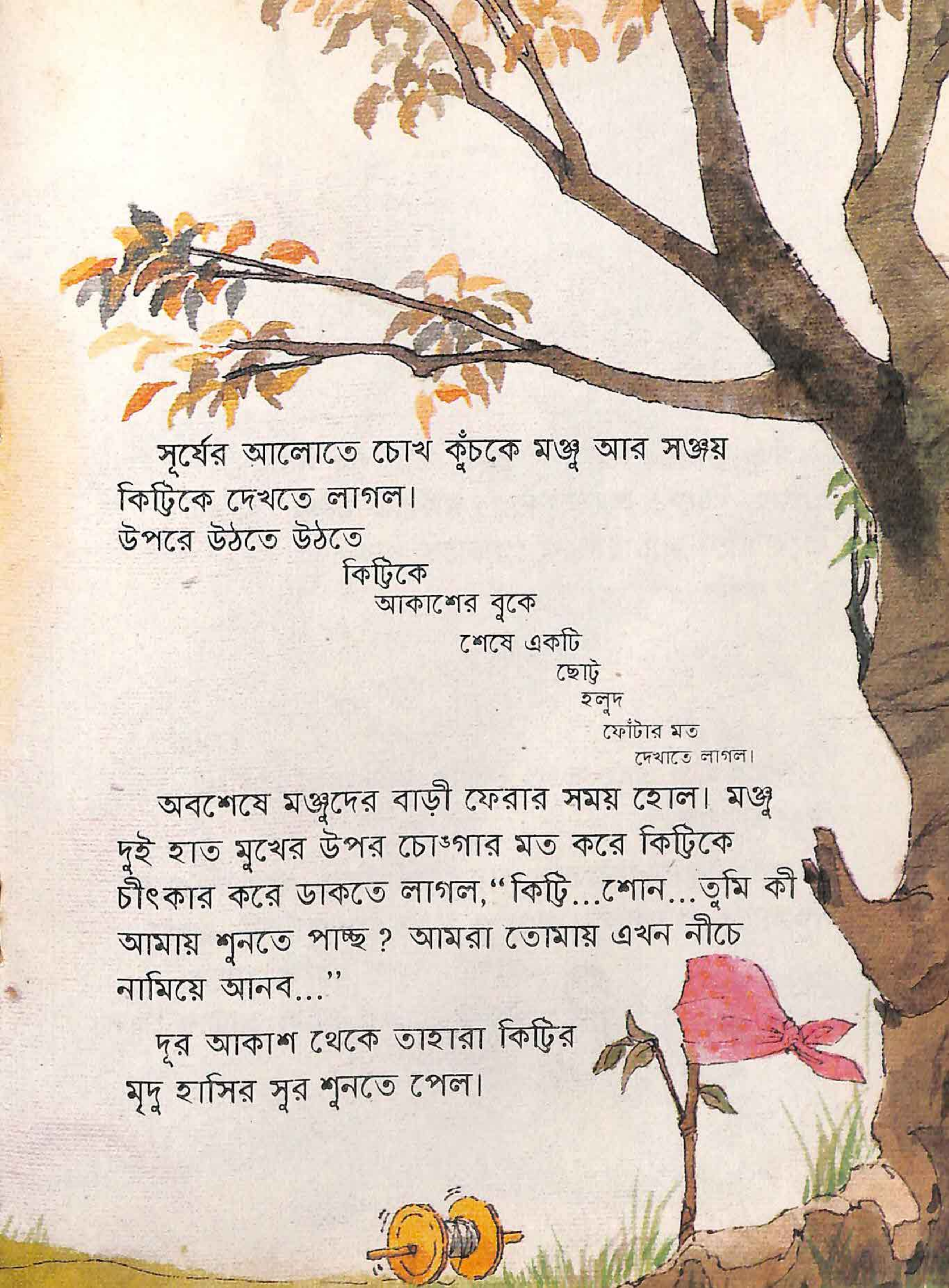






কিট্টি ঘুড়ি যেন লাফ দিয়ে উপরে উঠে গেল।
নেচে কুঁদে
এঁকে বেঁকে
ঘুরে ফিরে
হেলে দুলে
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে
কিট্টি ঘুড়ি হাওয়ায় ভাসতে লাগল।
কিট্টিকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল।



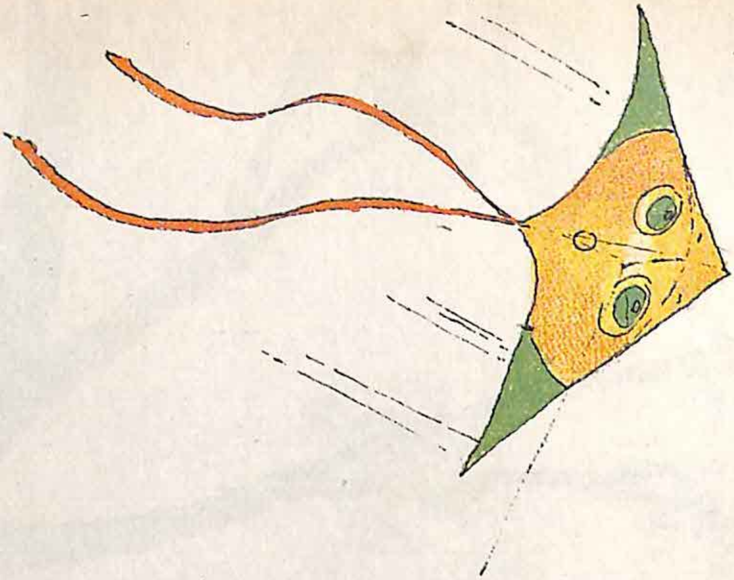


সূর্যের আলোতে চোখ কুঁচকে মঞ্জু আর সঞ্জয় কিট্টিকে দেখতে লাগল।

উপরে উঠতে উঠতে
কিট্টিকে
আকাশের বুকে
শেষে একটি
ছোট্ট
হলুদ
ফোঁটার মত
দেখাতে লাগল।

অবশেষে মঞ্জুদের বাড়ী ফেরার সময় হোল। মঞ্জু দুই হাত মুখের উপর চোঙগার মত করে কিট্টিকে চীৎকার করে ডাকতে লাগল, "কিট্টি...শোন...তুমি কী আমায় শুনতে পাচ্ছ? আমরা তোমায় এখন নীচে নামিয়ে আনব..."

দূর আকাশ থেকে তাহারা কিট্টির মৃদু হাসির সুর শুনতে পেল।



মঞ্জু ভাইকে বলল, "সঞ্জয়, ভাই খুব সাবধানে আস্তে আস্তে লাটাইটাকে গোটাতে থাক।" সঞ্জয় ধীরে ধীরে লাটাইটাকে গোটাতে থাকল।

আকাশের বুকে ছোট্ট হলুদ ফোঁটাটি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল

শেষে মঞ্জু এবং সঞ্জয় কিট্টির হাসিমাখা মুখটি দেখতে পেল।

হঠাৎ ঝোড়ো বাতাস বয়ে গেল। কিট্টি আর নিজেকে সামলাতে পারল না। মঞ্জু ও সঞ্জয় দেখল কিট্টি একটা ঝাপটা খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি গাছের ডালে আটকে গেল।







ওরা দুজনে চীৎকার করতে করতে গাছটার কাছে দৌড়ে গেল, "কিট্টি তোমার কী খুব লেগেছে ?"

"হ্যাঁ-এঁ-এঁ!" তাহারা একটা করুণ মিনমিনে স্বর শুনতে পেল। "ওগো আমাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে নাও, নাহলে এই ডালগুলো আমায় ছিঁড়ে দেবে।"

"তুমি একটু ধৈর্য্য ধর। তোমাকে নামাচ্ছি।"

কিন্তু কী করে নামাবে সেই চিন্তা করতে লাগল।

মঞ্জু সঞ্জয়কে বলল, "আমি গাছে উঠে কিট্টিকে ডাল থেকে ছাড়িয়ে তোমার হাতে নামিয়ে দেব।"



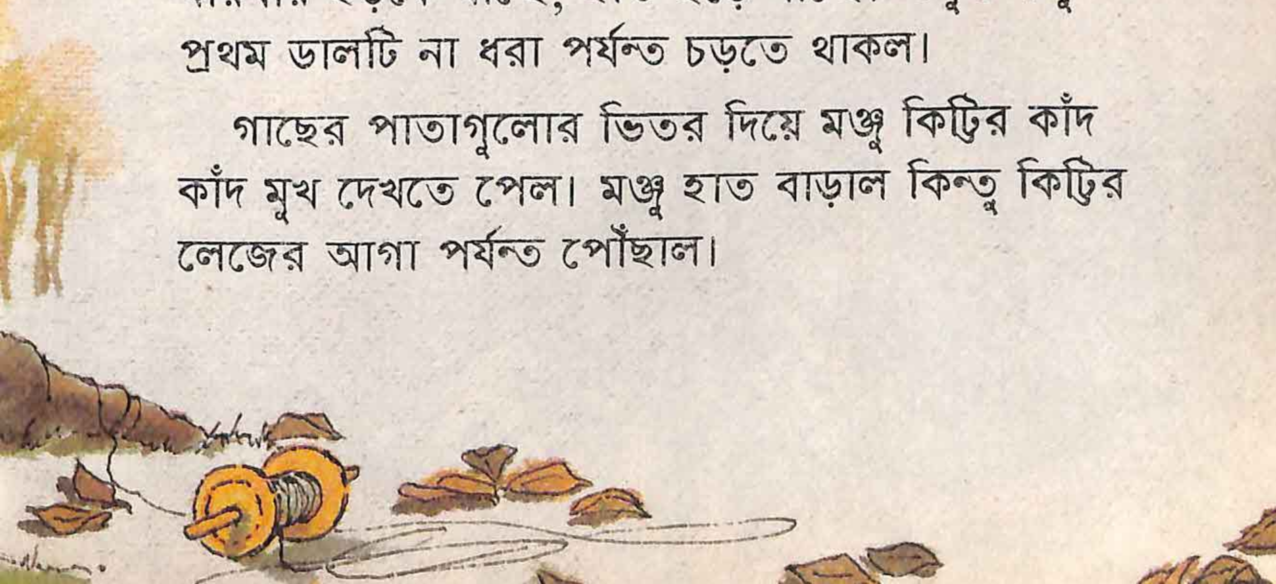




মঞ্জু জুতো খুলে গাছে চড়তে সুরু করল। এমনিতে মঞ্জু গাছে চড়তে ভালবাসে, কিন্তু এ গাছটায় চড়া বেশ শক্ত। গাছটার গুঁড়ি খুব চওড়া আর খরখরে। ডালগুলি আকাশছোঁয়া উঁচু। কিট্টি সবচেয়ে উঁচু ডালটার মাথায় আটকে রয়েছে।

কিন্তু মঞ্জু কিট্টিকে বাঁচানোর জন্য সব কিছুই করতে রাজী। সে দুহাত দিয়ে গাছটাকে জড়িয়ে ধরল। পা দিয়ে গাছের গুঁড়ি আকঁড়ে উঠতে লাগল। পা দুটো বারবার হড়কে যাচ্ছে; হাত ছড়ে যাচ্ছে। তবুও মঞ্জু প্রথম ডালটি না ধরা পর্যন্ত চড়তে থাকল।

গাছের পাতাগুলোর ভিতর দিয়ে মঞ্জু কিট্টির কাঁদ কাঁদ মুখ দেখতে পেল। মঞ্জু হাত বাড়াল কিন্তু কিট্টির লেজের আগা পর্যন্ত পৌঁছাল।



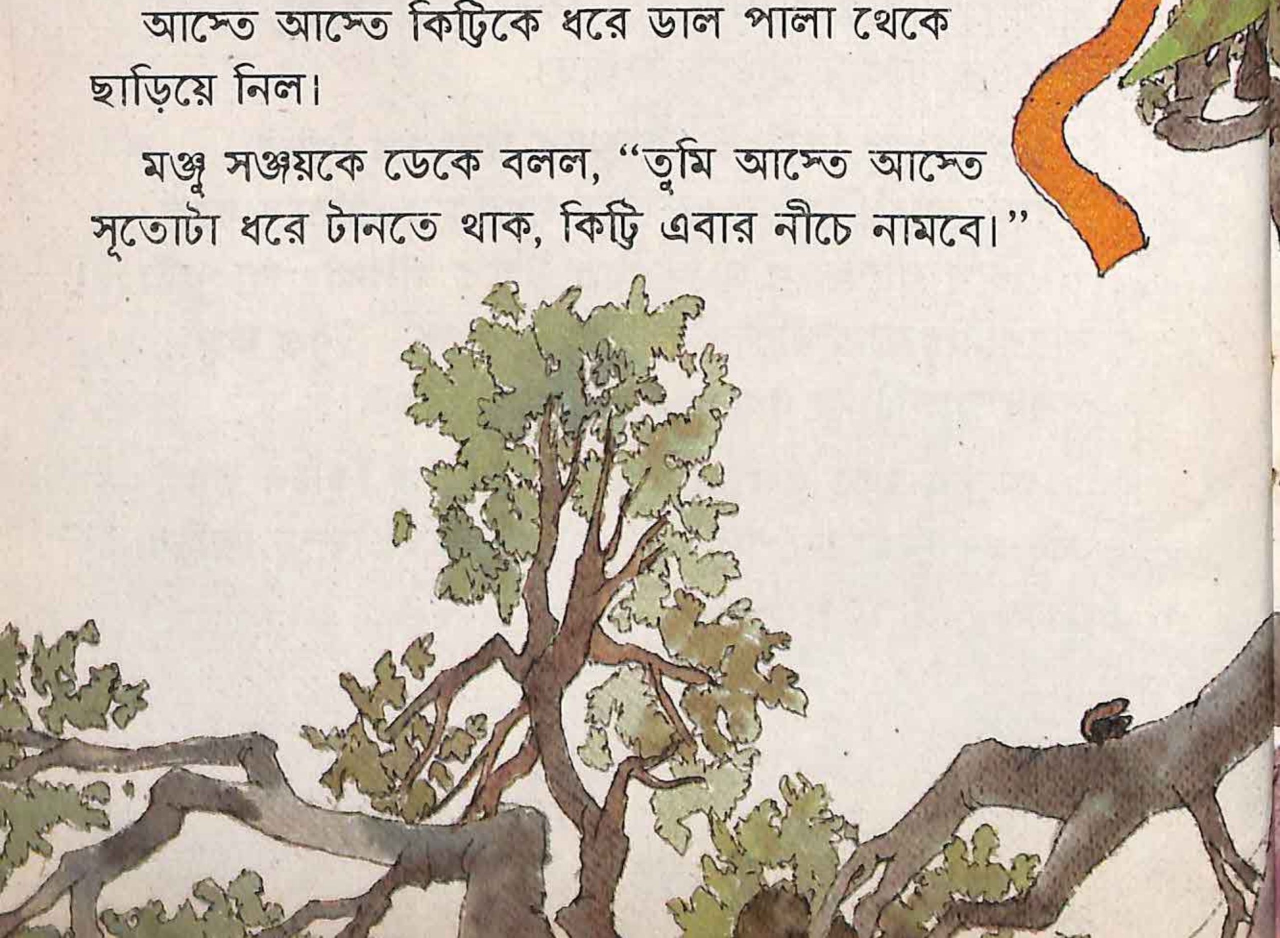
"তাড়াতাড়ি কর, এখানে বাতাস ভীষণ জোরে বইছে। এক্ষুনি আমায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।"

"কিট্টি, তুমি ভয় পেও না, আমি এক্ষুনি তোমার কাছে পৌঁছব," মঞ্জু বলল। সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তবুও সে হাল ছাড়ল না। মঞ্জু রীতিমত হাঁপাচ্ছিল। অনেক কষ্ট করে, বারবার চেষ্টা করতে করতে মঞ্জু শেষে সবচেয়ে উচুঁ ডালটির কাছে পৌঁছল।



আস্তে আস্তে কিট্টিকে ধরে ডাল পালা থেকে ছাড়িয়ে নিল।

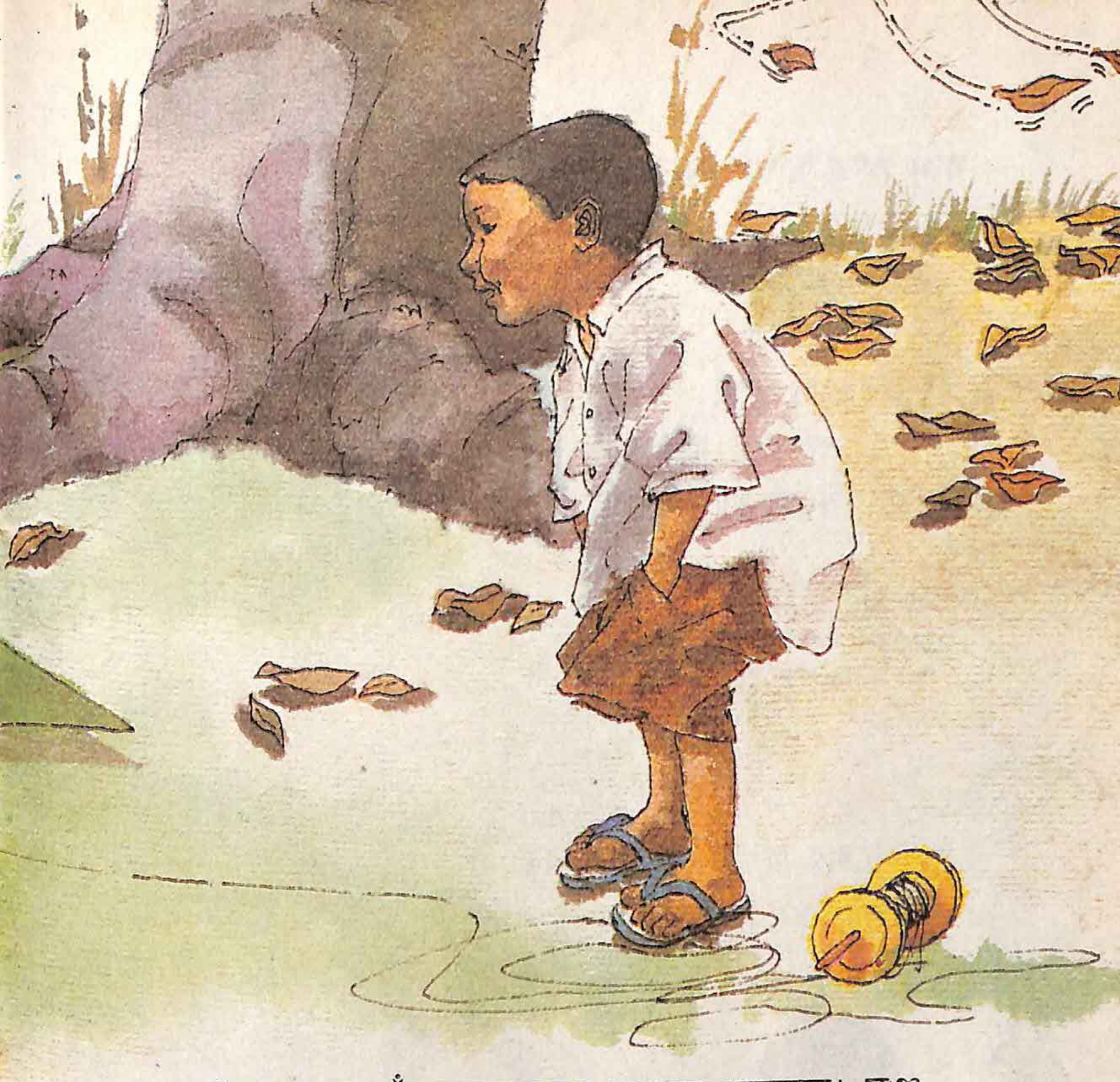
মঞ্জু সঞ্জয়কে ডেকে বলল, "তুমি আস্তে আস্তে সূতোটা ধরে টানতে থাক, কিট্টি এবার নীচে নামবে।"





মঞ্জু একটু একটু করে কিট্টির সুতো ছাড়তে লাগল আর সঞ্জয় একটু একটু করে নীচের দিকে টানতে লাগল। কিট্টি স্বচ্ছন্দ গতিতে গাছের নীচে সবুজ মখমলের মত ঘাসের বিছানায় এসে নামল।





"আমাকে বাঁচানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। মঞ্জু, দেখ তোমার হাঁটুটা খুব ছড়ে গেছে," কিট্টি বলল।

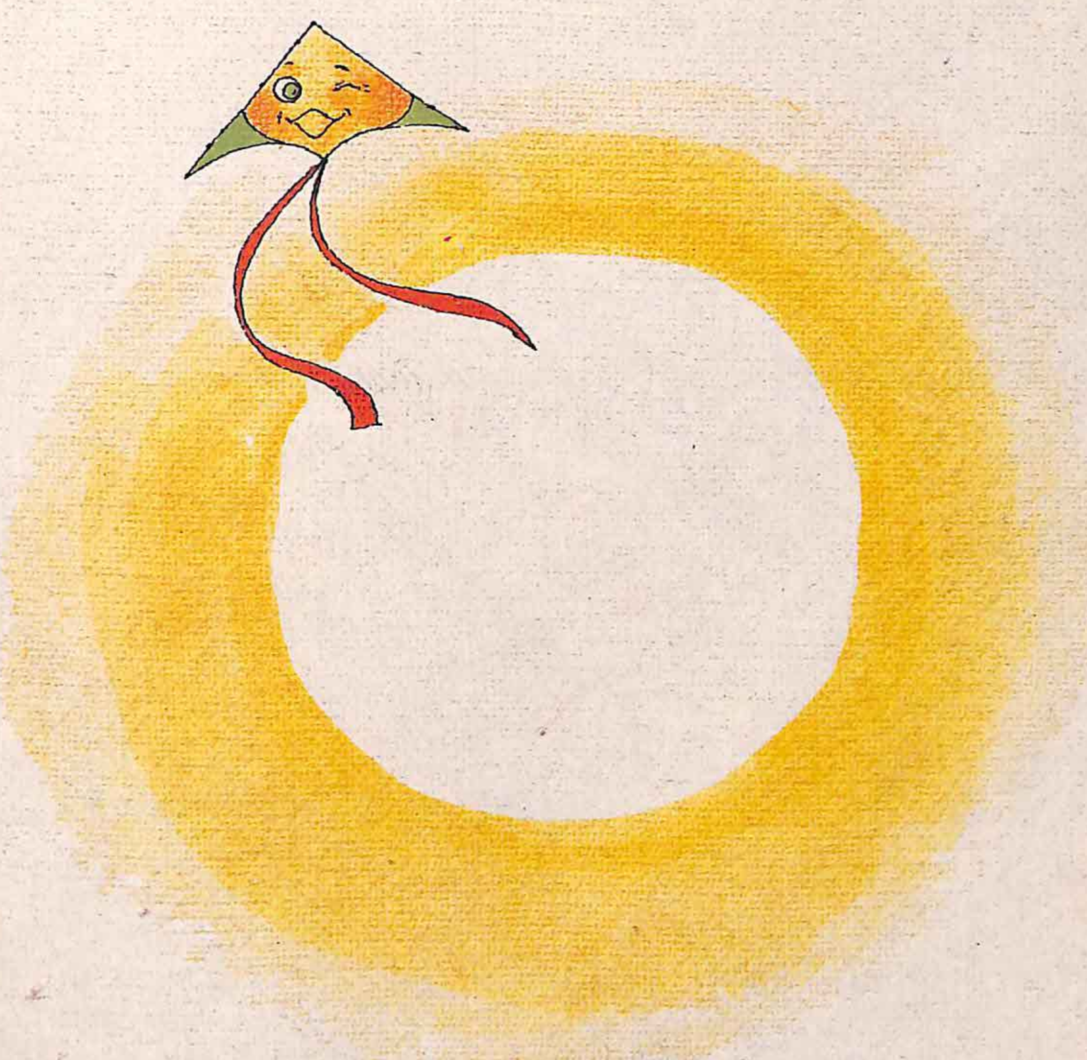
"চিন্তা কোর না, ও ঠিক হ'য়ে যাবে," হাঁটুতে হাত বুলিয়ে মঞ্জু বলল। "কিট্টি, এখন কেমন লাগছে ?"

"ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে," কিট্টি বলল। "আমাকে কী আর একবার উড়তে দেবে? আমি দেখতে চাই আমি আবার উড়তে পারি কিনা ?"

মঞ্জু আর সঞ্জয় আনন্দে দেখল–
নেচে কুঁদে
এঁকে বেঁকে
ঘুরে ফিরে
হেলে দুলে
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে
কিট্টি আবার আকাশে উড়ে গেল।
উঁচু
আরও উঁচু
যতক্ষন না তাকে
আকাশের বুকে
ছোট্ট একটি
হলুদ
ফোঁটার মত
দেখাতে লাগল।

আকাশের গায়ে কিট্টিকে বড়
সুন্দর দেখাচ্ছিল!





চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট, নেহরু হাউস, 4 বাহাদুর শাহ জফর মার্গ, নিউ দিল্লী দ্বারা প্রকাশিত এবং ট্রাস্টের মুদ্রণালয় ইন্দ্রপ্রস্থ প্রেস, নিউ দিল্লী দ্বারা মুদ্রিত।



Rs. 6.00 B 44 ISBN 81-7011-413-6